পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ

আহমেদ সাবের

ভূমিকা -

মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের জন্মগত। আমাদের সে অধিকারের উপর আঘাত এসেছিল উনিশ শ বায়ান্ন সালে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে, ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল বরকত, সালাম, জব্বর আর রফিকের তাজা খুনে। তারা প্রাণ দিয়ে আমাদের মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের অবদান আমরা আজো ভুলিনি। তাই আমরা প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের স্মরণ করি শহীদ দিবস হিসেবে।

একুশের প্রেরণায়, উনিশ শ একাত্তর সালে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঢাকার রাজপথে মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার দাবীর যে আগুন জ্বলেছিল, সে আগুন আজ ছড়িয়ে গেছে সব খানে – সারা বিশ্বে। উনিশ শ নিরানব্বই সালের সতেরই নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারীকে ভাষার বৈচিত্র এবং বহুমুখিতা পালন এবং সংরক্ষনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্বে দু হাজার সাল থেকে নানা সরকার ও সংগঠনের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী এ দিনটি পালন করা হয় শ্রদ্ধা ভরে, সবার আপন আপন মাতৃভাষায় কথা বলার প্রত্যয় হিসেবে।

দুই হাজার সাত সালের আটই জুন অনুষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘের একষট্টি-তম অধিবেশনে, উনিশ শ নিরানব্বই সালে ইউনেস্কো কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংক্রান্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে সমস্ত সদস্য দেশ গুলোকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভাষাকে সংরক্ষণ এবং তত্বাবধানে সহায়তা প্রদানের ডাক দেয়। একই অধিবেশনে দু হাজার আট সালকে আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার ইউনেস্কো প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সিডনীর একুশে –

বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাংলাদেশীদের মত অষ্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশীরাও একুশের শহীদ দিবস পালন করে আসছেন অনেক দিন ধরে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস, বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং একুশে একাডেমী, অষ্ট্রেলিয়া নামক একটা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সম্ভবত: একমাত্র একুশে একাডেমী, অষ্ট্রেলিয়াই উনিশ শ নিরানব্বই সাল থেকে আজ অবধি প্রতিবছর নিয়মিত ভাবে বই মেলা সহ একুশের শহীদ দিবস পালন করে আসছে। এ দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে থাকে –

প্রভাত ফেরী, আলোচনা সভা, মেলা, স্মরনিকা প্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একুশে ফেব্রুয়ারী ছুটির দিন না হলে, বেশীর ভাগ কর্মসূচী সাপ্তাহিক ছুটির দিন – শনি বা রবিবারে পালন করা হয়।

মিশুক প্রকাশনী -

এখানে একুশে একাডেমী, অষ্ট্রেলিয়ার জন্ম সম্পর্কে কিছু বলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। সিডনীর বাংলাদেশী অভিবাসী নেহাল নেয়ামুল বারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং কতিপয় বাংলা ভাষাপ্রেমীর সহায়তায়, উনিশ শ নিরানব্বই সালে সিডনীর একটি উপশহর এসফিল্ডে অবস্থিত, এসফিল্ড পার্ক নামক এক উদ্যানে মিশুক প্রকাশনীর ব্যানারে একটা বই মেলার আয়োজন করা হয়।
তাদের তৎকালীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে নেহাল নেয়ামুল বারী বলেন, সে সময় (উনিশ শ নব্বই এর দশকে) অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলা বই পত্র পাওয়া যেত না। অভিবাসী বাংলাদেশীরা সব সময়ই বাংলা বই পত্রের অভাব অনুভব করতেন। সে অভাব মোচনের লক্ষ্যে আমি সিডনীতে বাংলা বই আমদানীর চিন্তা ভাবনা শুরু করি এবং মিশুক প্রকাশনী নামে একটা প্রতিষ্ঠান সিডনীতে নথিবদ্ধ করি।

আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশ থেকে বই আনার মাধ্যমে বিদেশে বাংলা চর্চা অব্যাহত রাখা এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য অভিবাসী বাংলাদেশী ও বিদেশীদের কাছে তুলে ধরা। মিশুক প্রকাশনীকে একটা সংঘটন হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া তখনো আমার মাথায় আসেনি। উনিশ শ নিরানব্বই সালে অনুষ্ঠিত আমাদের প্রথম বই মেলায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল দেড়শর কম। শুধু এসফিল্ড নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত বৈশাখী মেলায় মিশুক প্রকাশনী নিয়মিত ষ্টল খুলতো। (এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু পরিষদ সিডনীতে উনিশ শ তিরানব্বই সাল থেকে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত করে আসছে।)

একুশে মেলা উপলক্ষে আমরা একটা ছোট্ট স্মরণিকা প্রকাশ করতাম। আমাদের স্মরণিকায় লেখা এবং বানী দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক আমাদেরকে নিয়মিত উৎসাহিত করেছেন। তাদের মধ্যে কবি শামসুর রাহমান, কবি আবেদ খান এর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরন করছি।

একুশে বই মেলা পরিষদ থেকে একুশে একাডেমী -

দু হাজার সালে মিশুক প্রকাশনীর বই মেলার উদ্যোগকে একটা সাংগঠনিক রূপ দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে বছরের বই মেলার পর মেলার উদ্যোক্তারা একত্র হন এবং নেহাল নেয়ামুল বারীকে সভাপতি করে এগার সদস্যের একটা কমিটি ঘটনপূর্বক একুশে বই মেলা পরিষদ নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। জন্ম লগ্ন থেকেই এ পরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালন করা ছাড়াও ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দান ও ক্লীন-আপ অষ্ট্রেলিয়া দিবসে যোগ দান সহ অন্যান্য সমাজ কল্যান প্রকল্পে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে এসফিল্ড কাউন্সিলের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি ও বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এদিকে, এসফিল্ড পার্কের একুশে মেলায় উপস্থিতির হারও ক্রমশ: বেড়ে চলে। দু হাজার চার সালের একুশের বই মেলার সময় থেকে একুশে বই মেলা পরিষদকে বই মেলার সীমিত পরিসর থেকে ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গন্ডীতে নেবার তাগিদ অনুভুত হয় এবং সে প্রেক্ষিতে সংঘটনের নাম একুশে বই মেলা পরিষদ থেকে একুশে একাডেমী করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

দু হাজার চার সালের অক্টোবরে নির্মল পাল একুশে একাডেমী, অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি মনোনীত হবার পর প্রতিষ্ঠানের বিরাট চরিত্রগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এখানে বাংলা সিডনী ডট কমে প্রকাশিত নির্মল পালের ‘‘আমার যত কৃতজ্ঞতা’’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না।

‘একুশ আমার অহংকার।‘ একুশ সব বাঙ্গালীর অহংকার। একুশ হয়ে উঠুক সব বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর অহংকার। এ প্রত্যাশা নিয়েই ৩০শে অক্টোবর ২০০৪ একুশে বইমেলা পরিষদ এর বার্ষিক সাধারণ সভা সংগঠনের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে নতুন সংযোজনী ‘to Uphold International Mother Language Day in the Multicultural Society’ সহ সংগঠনের নাম ‘একুশে বই মেলা পরিষদ ইনক’ এর পরিবর্তে ‘একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইনক’ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গঠনতন্ত্রে এই সংযোজনের পাশাপাশি সংগঠনের নতুন নামকরণ সংগঠনকে যেমনি বই মেলার সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে ‘‘একাডেমী’’ পর্যায়ে উত্তরণ করেছে, ঠিক তেমনি সংগঠনের লক্ষ্য শুধুই বাঙ্গালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল ভাষাভাষীর অসীম পরিধিতে ব্যাপ্ত করেছে।

তারপর হলো ইতিহাস -

শুধু সংগঠনের নাম পরিবর্তনই নয়, পরবর্তী দু বছরে নির্মল পালের সুযোগ্য নেতৃত্বে একুশে একাডেমীর মত একটি ছোট্ট সংগঠন একটি বিরাট পদক্ষেপ নেয়। শহীদ মিনারের প্রেরণা ও ধারনায়, সিডনীতে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ নির্মাণের লক্ষ্যে অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন লাভ করার নিমিত্তে একুশে একাডেমী ২০০৫ সালে একটা ধারনা পত্র (concept paper) প্রকাশ করে, যা এসফিল্ড কাউন্সিল এবং অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাসের কর্মকর্তাদের সু-নজরে আসে। এদিকে ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাপী ‘‘মাতৃভাষা সংরক্ষন’’ আন্দোলন গতি নেয় এবং তার ঢেউ অষ্ট্রেলিয়াতেও এসে লাগে। তারই ফলশ্রুতিতে, একুশে একাডেমীর উদ্যোগে, বাংলাদেশ সরকার, অষ্ট্রেলিয়ার ফেডারেল এবং নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার এবং অষ্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী বাংলাদেশীদের আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তায় এসফিল্ড কাউন্সিল কর্তৃক

পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবি

এসফিল্ড পার্কে প্রদত্ত জমিতে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলে।

উনিশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার ছয় সাল। দিনটা ছিল রবিবার; এখানকার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এসফিল্ড পার্কের সবুজ চত্বর ভরে যায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষে, নানা ভাষাভাষীদের কলকাকলিতে। অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী ও বিরোধী দলীয় সাংসদ, এসফিল্ড কাউন্সিলের মেয়র, সিডনীর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক এবং গন্যমান্য ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে, অষ্ট্রেলিয়ায় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রদূত আশরাফ-উদ-দৌলা উন্মোচন করেন পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধের।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব, অষ্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা, নিউ সাউথ ওয়েলস এর গভর্নর এবং মূখ্য মন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী, ইউনেস্কোর স্থানীয় প্রতিনিধি এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বানী/বার্তা পাঠান। অষ্ট্রেলিয় পার্লামেন্টে এম,পি এন্থনি আলবেনিজি ও জুলি ওন্স এসফিল্ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপর দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

শহীদেরা প্রান দিয়ে বেঁচে থাকে হাজার বছর

আমাদের ভাষা শহীদেরা মাতৃ ভাষার জন্য প্রান দিয়েছেন। তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যায় নি। আজ সারা পৃথিবীতে সকল মাতৃভাষা সংরক্ষনের ডাক এসেছে। নানা কারনে পৃথিবীর নানা গোষ্টির ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। ইউনেস্কো উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে আর একটা ভাষাও বিলুপ্ত না হয়, হারিয়ে না যায়। সিডনীর অনুকরনে কানাডা, জাপান সহ অন্যান্য দেশে মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ নির্মানের পরিকল্পনা হচ্ছে।

পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষার মানুষ আজ এসফিল্ড পার্কের শ্যামলিমায় মাথা উচু করে দাঁড়ানো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করেন, কালো স্লেটের গায়ে খোদিত বাংলার ভাষা সৈনিকদের পবিত্র নাম; এবং মর্মে মর্মে অনুভব করেন নিজের মাতৃভাষাকে সংরক্ষনের তাগিদ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ নেহাল নেয়ামুল বারী, নির্মল পাল এবং বাংলা-সিডনী ডট কম।